একটি মৃত্যু এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কথা

জসিম মল্লিক, *টরন্টো থেকে*

যখন এই লেখা (১০ নভেম্বর) লিখছি, সেদিন বিকেলে আমাদের হাইকমিশনার রফিক আহমেদ খানের ফোন পাই। তার কাছে প্রথম জানতে পারি আমার অতীব প্রিয়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব এনায়েত উল্লাহ খান আর নেই। ৯ নভেম্বর রাত ১০:৩০ মিনিটে টরন্টো জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। পুরো এক দিন পার হওয়ার পর সংবাদটি আমি পাই। কারণ অসুস্থতার কারণে আমি কয়েক দিন গৃহবন্দি ছিলাম। এদিকে এনায়েত উল্লাহ খানের মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মাত্র কয়দিন আগেও মিন্টু ভাইয়ের (ডাক নাম) সঙ্গে আমার কথা হয়। আমি ইন্টারনেটে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো পড়ে ফেলি; চোখ বুলাই এনায়েত উল্লাহ খান সম্পাদিত নিউ এজ পত্রিকায়। এরপর তার কন্যাকে ফোন করে আমার সমবেদনা জানাই। ১১ নভেম্বর তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মার্কহাম নাগেট মসজিদে। ১২ নভেম্বর ব্রিটিশ এয়ারওয়েজযোগে মরহুমের লাশ দেশে পাঠানো হয়।

এনায়েত উল্লাহ খান সম্পর্কে বিশেষ কী বলার আছে! তার সম্পর্কে কমবেশি সবাই জানেন। তিনি ছিলেন এক মহান সাংবাদিক। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার রয়েছে বিরাট ভূমিকা। সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আন্দেলনে তার ভূমিকা অপরিসীম। তিনি বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রদূত এবং মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। এক বর্ণাঢ্য জীবনের মধ্যে তিনি তার সময়কাল পার করেছেন। তিনি ছিলেন জাতীয় প্রেসকাবের আজীবন সদস্য এবং সাপ্তাহিক হলিডের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি। প্রেসকাবের একজন সদস্য হিসেবে তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে।

সুদর্শন ও সাহসী পুরুষ এনায়েত উল্লাহ খান আমাদের এই প্রিয় শহর থেকে লাশ হয়ে ফিরে গেলেন। আমরা তাকে সুস্থ করে দেশে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। তিনি চিকিৎসার জন্য গত মার্চ থেকে তার কন্যা সূচির বাসায় ছিলেন। বাংলাদেশেও তার মৃত্যুতে সর্বমহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশিত হয়েছে। টরন্টোতে অনেকেই তার জানাজায় শরিক হন এবং তার পরিবারকে সমবেদনা জানান। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কানাডার বাংলাদেশ হাইকমিশনার রফিক আহমেদ খান, বিভিন্ন সংবাদকর্মী, সম্পাদক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, মরহুমের আত্মীয়স্বজন এবং গুণগ্রাহীরা।

২.

গত এক পকালে এই শহরে আরো কত কী ঘটে গেছে। ইতিমধ্যেই শীত তার কামড় বসাতে শুরু করেছে। গাছের পাতারা ঝরে গেছে প্রায়। বৃরাজির বহু বর্ণ রূপ আর নেই। এখন বিবর্ণ। আটলান্টিক থেকে বয়ে আসা হিমেল বাতাসে কাঁপুনি ধরে, ঝরা পাতারা উড়ে উড়ে যায়। তাপমাত্রা মাইনাসের ঘরে নেমে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। বহুল আকাঙ্ক্ষিত শুভ্র বরফও পড়েছে দু-একদিন। স্বল্প বসনারা গায়ে চড়াতে শুরু করেছে উষ্ণ বস্ত্র। এক প্রলম্বিত শীত মৌসুম দ্বারপ্রান্তে।

যারা এই শহরে (দেশেও) নতুন পা দিয়েছেন তাদের জন্য অপো করছে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা। প্রচুর বরফ আর শীতবস্ত্রে জবুথবু হয়ে চলতে হবে তাদের বেশ কয়েক মাস। পা পিছলে যাতে না পড়ে যান সে ব্যাপারে এখনই সাবধান। স্নো বুট কিনে ফেলতে পারেন এখনই। যদি পর্যাপ্ত শীতবস্ত্র সঙ্গে করে না এনে থাকেন, তাহলে আগেভাগে কিনে ফেলুন। এখনই বেশি পয়সা খরচ করার দরকার নেই। প্রতি সপ্তাহে আপনার ঘরের দরজায় ফায়ার ঝুলানো পাবেন। দেখবেন কোথাও 'সেল' দিয়েছে কি না। অথবা আত্মীয় বন্ধুর পরামর্শ নিন। বেশি মানুষের পরামর্শ নিতে যাবেন না, তাহলে বিভ্রান্ত হবেন।

৩.

আর যারা এই সময়ে এ দেশে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্যও একই পরামর্শ রইলো। ঢাকার বঙ্গবাজারে খুবই উন্নতমানের শীতবস্ত্র পাওয়া যায়। অথবা যেতে পারেন ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট বা নিউ মার্কেটের দোতলায়। দরদাম করে কিনতে পারলে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। দেশ থেকে আসার সময় সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলে খুব ভালো হয়। ওভার ওয়েট যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। ইমিগ্রেশনের ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র, পাসপোর্ট, টিকেট এগুলো হাতের কাছে রাখুন।

এসেই প্রচুর পয়সা খরচ করে ফেলবেন না। প্রথম এক-দুই মাস অবজার্ভ করুন। এই সময়ের মধ্যে আপনার পিআর কার্ড পেয়ে যাবেন। আবেদন করুন সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স নাম্বার ও হেলথ কার্ডের জন্য। তিন মাসের মধ্যে হেলথ কার্ড পেয়ে যাবেন।

কানাডায় অনেক ধরনের ফ্রি কোর্স আছে। যেমন ইংরেজি শিা, কম্পিউটার কোর্স, ডে কেয়ার, সেলাই ইত্যাদি। এসেই ফ্যাক্টরির কাজে ঝাঁপিয়ে না পড়ে নিজেকে প্রস্তুত করুন। সম্ভব হলে ছয় মাস চলতে পারেন সেই পরিমাণ টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে আসবেন। একান্তই যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হয় তাহলে সোশ্যাল এসিস্টান্সের জন্য আবদন করতে পারেন। মনে রাখবেন, স্থায়ী অভিবাসী হিসেবে এটা আপনার অধিকার।

লেখাপড়ার জন্য কলেজে যেতে পারেন। ওন্টারিওতে পড়াশুনার জন্য 'ওসাপে'র জন্য আবেদন করতে পারেন যেকেনো সময়। www.ontariocolleges.ca এখানে ব্রাউজ করুন। এখানে সবগুলো কলেজের খোঁজ পাবেন।

এমন জায়গায় বাসা নেবেন, যাতে যাতায়াতের জন্য ভালো হয়। বাঙালি অধ্যুষিত ড্যানফোর্থে বাসা নিতে পারেন অথবা অন্য এমন জায়গায় যেখানে পরিচিত কেউ আছে। স্কুল, শপিং মল, ডাক্তার এসব কাছাকাছি হওয়া ভালো। যেকেনো প্রয়োজনে বাংলাদেশী-কানাডিয়ান কমিউনিটি সার্ভিসের ফ্রি সাহায্য নিতে পারেন। তাদের ফোন নম্বর হচ্ছে ৪১৬-৬৯৯-৪৪৮৪। সম্ভব হলে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে নেবেন এবং অবশ্যই আসার সময় আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইংরেজিতে করে নিয়ে আসবেন। অথবা যারা ইমিগ্রেশনের জন্য আবেদন করার কথা ভাবছেন তারা সব নিয়ম-কানুন জানার জন্য www.cic.gc.ca এই ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করুন। নিজে নিজে আবেদন করুন। এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। এজন্য দরকার সাহস এবং ধৈর্য। তাহলে আপনার অনেকগুলো টাকা বেঁচে যাবে। আপনি যদি 'আইইএলটিএস'-এ ভালো স্কোর করতে পারেন এবং আপনার যদি প্রয়োজনীয় পয়েন্ট থাকে, তাহলে অনেক ত্রেই ইন্টারভিউ ওয়েভ পাওয়া যায়। অথবা যেকোনো তথ্য জানার জন্য মেজর (অবঃ) সুধীর সাহার লেখাগুলো পড়তে পারেন।

Jasim_mallik@hotmail.com